দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

13 2002

পাঠকের মতামত

ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কথা

অতি সম্প্রতি ছাত্র রাজনীতি বন্ধে প্রধানমন্ত্রী তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সকল কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। ছাত্র রাজনীতির নামে দুই একজন মন্ত্রী, এমপি হন ঠিকই কিন্তু সাধারণ লক্ষ-লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন দুর্ভোগ। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- ২০০১ সালের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ এই বিজয়ের ছাত্র রাজনীতির কোন রূপ ভূমিকা ছিল না। কেবল ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, এ জাতিকে আত্মবিনাশের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করতে হলে ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, কর্মজীবীদের সকল প্রকার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে আমাদের দেশের ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকদের অপরাজনীতি যে ভয়ংকর অধঃপতন ডেকে আনছে, বর্তমান বিশ্বের কোন সভ্য সমাজে এইসব নোংরামির স্থান নেই। ভবিষ্যতে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ছাত্র রাজনীতির কথা যেসব নেতা, নেত্রী বা গুণীজনরা বলে থাকেন, তাদের কাছে আমাদের অতি সহজ একটি প্রশ্ন, পৃথিবীর কোন কোন দেশে ছাত্র রাজনীতি আছে? পার্শ্ববর্তী দেশগুলোসহ উন্নত বিশ্বের এমন দুই একটি দেশ কি দেখাতে পারবেন যেখানে ছাত্র রাজনীতির কল্যাণে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে? আমাদের দেশে এ-পর্যন্ত যতগুলো সরকার প্রধান এসেছেন তাদের ক'জন ছাত্র রাজনীতি করেছেন? শত-শত সন্ত্রাসী ছাড়া ছাত্র রাজনীতি কতজন যোগ্য নেতার জন্ম দিয়েছেন? স্বাধীনতার পর থেকে সারাদেশে যতজন ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ততজন নেতার জন্ম হয়েছে কি?

আমরা ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্র নেতা বা নেত্রীদের মধ্যে কি দেখি- মূলত ছাত্র ভর্তি, সিট বন্টন, শিক্ষকতা পেশায় উমেদারী, টেন্ডার নিয়ে দলাদলি, চাঁদাবাজি, হল দখল, আরো দেখি ছাত্রনেতার নাম ভাঙিয়ে ক্যান্টিনে খাবেন, পয়সা দেবেন না। ঠিকাদারদের কাছ থেকে মাসোহারা নেবেন নিয়মিত। ঘর-সংসার করবেন আবার ভার্সিটির হলে অবস্থান করবেন বছরের পর বছর। পুত্র-কন্যার জনক হয়েও তারা হন ছাত্র নেতা। দৃশ্যত যোগ্য আয়ের পথ না থাকলেও তারা চলেন রাজার হালে। সাথে থাকেন সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী। সাধারণ ছাত্র থেকে ভিসি পর্যন্ত তাদেরকে ভয়ে সমীহ করে চলেন। আমাদের জাতীয় সংসদে যেমন একজন এমপির কোন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, তেমনি দলীয় সিদ্ধান্তের পক্ষেই ছাত্রদের সাফাই গাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ছাত্র রাজনীতির কারণে শত-শত সহপাঠীর রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ছাত্রদের হাত। হাজার হাজার শিক্ষা ঘন্টা ও মূল্যবান সময় ব্যয় হচ্ছে ছাত্র রাজনীতির কারণে। সেশন জট সৃষ্টি এবং চাকুরীর বয়স পেরিয়ে এনে দিচ্ছে চরম হতাশা। ছাত্র রাজনীতির অতীত ঐতিহ্যের কথা বার-বার বলা হয়, কিন্তু অতীত আর বর্তমান এক নয়। '৫২, '৬৯, '৭১, '৯০ সালের উদাহরণের জবাবে বলা যায় ভবিষ্যতে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন ছাত্র রাজনীতি ছাড়াই ছাত্ররা পথে নেমে আসবে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রথম ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহবান জানিয়ে তাঁর ছাত্র সংগঠন বাতিল করেছিলেন। সেই সময়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগসহ সবাই তার বিরোধিতা করেছিল। সাবেক অপর প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদও ছাত্র রাজনীতির বিরোধিতা করে তা বাতিলের আহবান জানালেও কোন লাভ হয়নি। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহবান জানিয়েছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ক্ষমতা ফুরানোর পর আবার ছাত্র রাজনীতি চাইছেন।

বর্তমান সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বর্তমান জোট ক্ষমতায়। সেই জোট এবং দেশের সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে তার মনোভাব স্পষ্ট।

আমরা চাই বেগম খালেদা জিয়া তাঁর পূর্ব চিন্তা মোতাবেক ছাত্র রাজনীতি এবং শ্রমিক রাজনীতি চিরতরে অথবা আগামী পঁচিশ বছরের জন্য অথবা যতদিন দেশ একটি উত্তরণের পর্যায়ে না আসে ততদিনের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়ে জাতির অপরিসীম কল্যাণ সাধন করতে পারেন। সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন শিক্ষকদের রাজনীতি এবং সেই সাথে নিষিদ্ধ করে দিতে পারেন নোট বই, গাইড সাজেশনসহ সর্বপ্রকার তথাকথিত সহায়ক পুস্তক, সর্বপ্রকার কোচিং প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি।

এস আলী আয়াজ

মেমেন তালুকদার, মামেন তালুকদার ও এস মাসুদ অতি, বাড়ি-১৮৩, রোড-৪, মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।